19 MAR 2013

তারিখ ... 19 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২ ...

নীলফামারীর মেলাবর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে জালিয়াতি করে শিক্ষক নিয়োগ

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার মেলাবর দ্বি-মুখী উচ্চবিদ্যালয়ে জালিয়াতি করে একজন শিক্ষককে নিয়োগ দিয়ে তা এমপিওভুক্ত হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বিনোদ চন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ অধিকারী ও মো. আলমের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, মেলাবর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রিয়নাথ রায় মোটা অংকের উৎকোচ নিয়ে সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে মো. সফিকুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়। কমিটির এসব সদস্যের অভিযোগে আরও জানা যায়, নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজ উপজেলা মাধ্যমিক অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস ও ডিজির প্রতিনিধির অফিসে নেই। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সব কাগজ গোপনে জাল করে ডিজিতে তা দিয়ে এমপিওভুক্তি করেন। এদিকে গত ২০১২ সালের নভেম্বর মাসের বিদ্যালয়ের এমপিওতে সফিকুল ইসলামের নাম আসায় প্রধান শিক্ষকের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কিশোরগঞ্জ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. তরিকুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, প্রধান শিক্ষকের দেয়া গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাসিক স্বনির্ধারণী প্রতিবেদন ফরমে সফিকুল ইসলামের নাম পাইনি। আমি বর্তমান কর্মস্থলে গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে যোগদান করেছি। এ নিয়োগের বিষয়টি আমি কিছুই জানি না। জেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের তদন্তে গেলে প্রয়োজনীয় কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করেছি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, আমার বিরুদ্ধে একটি মহল ষড়যন্ত্রে নেমেছে। যেহেতু আমার শিক্ষকের বিল হয়েছে, আমি এখন আর কাউকে পরোয়া করি না। এ প্রতিনিধি তার কাছে নিয়োগের কাগজপত্র দেখতে চাইলে তিনি বলেন, কাগজ যদি দেখাতে হয় ডিজি মহোদয়কে তা দেখাব। বিদ্যালয়ের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথের বাসায় গেলে তার দেখা পাওয়া যায়নি।